গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
উপজেলা সমবায় অফিস,শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
www.cooparative.shailkupa.jhenaidah.gov.bd

স্মারক নম্বর: : ৪৭.০৬১ .৪৪৮০.০০০.৩৯.০০৩.২২ - ১১৯ তারিখ: ২৪/১০/২০২৩ খ্রি:

বিষয়: ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ প্রসঙ্গো।

সুত্র: জেলা সমবায় অফিসার ঝিনাইদহ মহোদয়ের স্মারক নং ১৩৮৯ তারিখ: ১৪/১০/২০২৪ খ্রি: ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ৫৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি সকল সমবায় সমিতির প্রতিবেদন ও একজন সকল সমবায়ীর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাহা আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হলো।

জেলা সমবায় অফিসার
ঝিনাইদহ।

২৪/১০/২০২৪
মো: মুজিবুর রহমান
উপজেলা সমবায় অফিসার
শৈলকুপা,ঝিনাইদহ।
ফোন নং-০২৪৭৭৭৪৯৮৮৯
uco.shailkupajhe@gmail.com

সমবায়ীর নাম : আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান, পিতার নামঃ মোঃ শাহাদত আলী, মাতার নামঃ মন্নুজান নেছা পুর্ণ ঠিকানা: গ্রামঃ সিদ্দি,ডাকঃ বেনীপুর , উপজেলা: শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ।

সমিতির নাম:সংগ্রাম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:, রেজি: নং- ২২/ঝি,তারিখ:০১/০৮/২০১২ খ্রিঃ। সংশোধিত রেজি নং- ০৭/ঝি,তারিখঃ ০৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ।

সদস্য হওয়ার তারিখ: সমিতিটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ১১/১০/২০১১ খ্রি: তারিখে তিনি সদস্য পদ লাভ করেন। ২০১২ সালে সমিতিটি নিবন্ধন লাভ করে। তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বিভিন্ন মেয়াদে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের পর হতে তিনি সম্পাদক হিসেবে সমিতির যাবতীয় রেকর্ড ও হিসাবপত্র সংরক্ষণে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন।

তিনি বি এস এস (অনার্স) এমএস এস অর্থনীতি বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা লাভ করেন । তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কারেনে সমিতির হিসাব সংরক্ষণে তিনি ষোল আনাই বোঝেন। তিনি হিসাব রক্ষকের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সকল রেকর্ড ও হিসাব সংরক্ষণ কাজ তদারকি করেন। তার দক্ষতা,বিচক্ষণতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কারণেই সমিতিটি সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সমিতিতে যাবতীয় রেকর্ডপত্র সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এ কারণেই অনেক বেশি পরিমাণে লেনদেন থাকা সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হিসাব বিবরণী দাখিলে সমস্যা হয় না।

সমিতির শুরু থেকেই সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে তিনি ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করে পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম দৃঢ় প্রত্যয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণেই সমিতিটি প্রতিষ্ঠাকালীন পুঁজি/ মূলধন মাত্র ২০,০০০.০০ টাকা থেকে বর্তমানে ৩,৪৬,৯১০.০০ ।তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান সব কিছুতেই সমিতির উন্নয়ন,যা সমিতির ভিতরে ওবাইরে সকল অবস্থতেই দৃশ্যমান। সমিতির গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন প্রত্যেকটি প্রকল্পের সাথে তিনি প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

স্ব উদ্যেগী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে জনাব আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান , শুধু সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করেই স্থির থাকেননি, সমিতির সর্বোচ্চ শেয়ার ও সঞ্চয় জমাদানকারীদের মধ্যে তিনি একজন। সমিতির ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরনীর বিস্তারিত তালিকা দৃষ্টে তাঁর শেয়ার ৮৫,০০০.০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১,১৭,৫৭৪.০০ টাকা।

তিনি ইত:পূর্বে সমিতির সদস্য হিসেবে কোন ঋণ গ্রহন করেনি বর্তমানে তাঁর কাছে সমিতির কোন ঋণ পাওনা নেই। তাছাড়া শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয় সকলের ঋণ গ্রহণ এবং গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে তিনি কঠোর মনোভাবাপন্ন।

সততার প্রতীক জনাব,আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান , নিজে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন স্বচ্ছ,প্রশাসনিক ও আর্থিক যে কোন অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম সম্পর্কে তিনি কঠিন মনোভাব পোষন করেন। তাঁর কঠোর অবস্থানের কারণে উক্ত সমিতিতে বর্তমানে সরাসরি নিয়োজিত ০৩(তিন) জন কর্মচারী কারোরই কোন

অনিয়ম করার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে তাঁর কঠোর অবস্থানের কারণে অদ্যাবদি উক্ত সমিতিতে কোন আর্থিক অনিয়ম বা আত্মসাতের কোন ঘটনা ঘটেনি। সর্বদা এ বিষয়টি তিনি কর্মচারীদের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনাব, আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান , সমিতি প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ ও যথাসময়ে সূচারুরুপে বাস্তবায়নের কারনে সমবায়ীরা তাঁর উপর যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন এবং তিনি তা যথাসম্ভব দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কারনেই উক্ত সমিতির বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান। সমিতির উন্নয়নমূলক সকল কর্মকান্ড তিনি সার্বক্ষনিক সরেজমিনে তদারক করেন।

সমিতর প্রতিষ্ঠা সদস্য । সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তিনি সমবায় আইন,বিধিমালা,উপ-আইন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত,আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমবায় সংক্রান্ত কোন আইন এমনকি কোন পরিপত্রের নির্দেশনা অমান্য করার কোন প্রমান নেই। এছাড়া সকলকে সমবায়ের বিদ্যমান আইন প্রতিপালনে সর্বদা উৎসাহিত করেন।তিনি সমবায় আইন বিধি ও উপ-আইনর বিধান প্রতিফলনে কর্মচারীদের পাশাপাশি সদস্যদেরও উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে তিনি একাধিকবার সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।যথাসময়ে যথানিয়মে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ,সাধারণ সভাসহ সকল সভায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যকে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমানে তিনি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদকপদে অবস্থান করছেন। সমিতির সকল কার্যক্রমে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে আসছেন।

শৈলকুপা উপজেলায় তিনি একজন আদর্শ সমবায়ী হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিটি অবস্থাতেই তিনি মনে-প্রাণে একজন সমবায়ী,সমবায়ের আদর্শ ও নীতি অনুসরণে তিনি উপজেলা ও জেলায় অবদান রেখে চলেছেন।সমবায়ের নীতি আদর্শের প্রতি তিনি অবিচল থেকে অন্যদেরকেও সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত হতে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। এলাকাই নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই তার প্রেরণ।

সমবায়ের একনিষ্টকর্মী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে অদ্যবধি সমিতির কাযর্ক্রম পরিচালনায় সময়ে সময়ে জারিকৃত সমবায় আইন,বিধিমালা,পরিপত্রসহ সমবায় সংক্রান্ত সকল প্রকার সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর নিজের সমিতি ছাড়াও তাঁর কর্তৃক সংগঠিত অন্য সমিতিগুলোকেও সমবায় আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে তিনি উৎসাহিত করে থাকেন।

সমিতির উন্নয়ন কর্মকান্ডে মূলত তিনিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিগড়ত অবদানের ফলে সমিতিটি উপজেলয় শ্রেষ্ট সমবায় সমিতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ঋণ প্রকল্পঃ সমিতিটির মূল কার্যক্রম হলো সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা। সমিতির মূল আয়ের সিংহভাগ আসে এ ঋণের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ বা মুনাফা হতে।ঋণ প্রকল্পে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রকল্প ঋণের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ বর্ষে ঋণ স্থিতির পরিমান ৫৩,৯৫,৪৫৯.০০ টাকা।

ঋণ প্রকল্প থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩,০৫,৪৮০.০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এ বছর সদস্যদের মাঝে ১৯,৯০১.০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

সমবায়ী হিসেবে তিনি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী কোটবাড়ী,কুমিল্লা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়া থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণও তিনি একাধীক বার গ্রহণ করেছেন। এ সমস্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তিনি সমিতি পরিচালনার কাজে লাগিয়েছেন, যার সুফল সংগ্রাম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ পেয়েছে এবং একটি সফল ও দৃষ্ঠান্ত স্থাপনকারী সমিতিতে পরিনত হয়েছে।প্রতিটি প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর তিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যও সাধারণ সদস্যদের মাঝে আভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

তিনি একজন সফল এবং অভিজ্ঞ সমবায়ী। তাঁর সমবায়ের উপর যতেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমিতিতে যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ।

তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর এলাকার বিভিন্ন পরিবার থেকে তিনি সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করেছেন। সদস্য বৃদ্ধিতে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬৩ জন।

তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী ভূমিকার ফলে সমিতিতে স্থায়ীভাবে ০৩ জনের কর্মসংস্থান এর পাশাপাশি সমিতিতে ২৫ জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মচারীদের মাঝে শৃঙ্খলা থাকলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পাশাপাশি কর্মচারীরাও উপকৃত হবেন এ মতবাদে তিনি নিজে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসকে মাথায় রেখে এবং তাঁর নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে কর্মচারীদের তিনি সব সময় শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কর্চারীদের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ সহাবস্থান বিদ্যমান।

একজন প্রকৃত সমবায় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান ,তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। এ কারণে অফিসে এলেই তিনি কর্মচারীদের কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি নজর রাখেন এবং প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ দেন ও কাজকর্ম তদারকী করেণ। সমিতির উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধান করায় সকল প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্পের আয় বৃদ্ধিসহ সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে।

ভালোকাজের আশানুরুপ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য দক্ষতার বিকল্প নেই। তাই কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তিনি উৎসাহিত করেন। তার উদ্যোগে নিয়মিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মচারীগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজে মনোনিবেশ করেন এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তার পরামর্শ ও মতামত গ্রহণে কর্মচারীগণ সদা তৎপর।

সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উজ্জলদৃষ্টান্ত আবু শামীম মো: আলমুজ্জামান ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী একজন মানুষ। সমিতির সকল পর্যায়ের কাজে তিনি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব পোষন করেন। কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বিশ্বাস করেন সমবায় মেহনতি ও স্বল্প আয়ের মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে। সকলকে সমবায় সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বা নতুন সমিতি গঠনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। জাতীয় সমবায় দিবসে তার সমিতিতে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে তিনি সমিতির সদস্যদের নিয়ে র‍্যালি নিয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জনকল্যান মূলক কাজ:- বছরের বিভিন্ন সময়ে ঈদ,রমাদান,শীতকাল,ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় অসহায় দরিদ্র্যদের মাঝে ত্রান সামগ্র বিতরন করেণ। প্রতি বছর রমজানের ঈদের সময়ে এতিম ও গরীব মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে নতুন পোষাক বিতরন করেণ। প্রতি বছর সমিতির সদস্যদের ছেলে মেয়ে যাহারা এস এস সি ও এইচ এস সি পাশকরে তাদেরকে সংবর্ধনা ও পুরস্কৃত করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা ও এতিম খানায় অনুদান দেয়। বাল্য বিবাহ,যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে।

সমবায়ের মাধ্যমে অসচ্ছল সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায় কাযক্রমে জড়িত হন। তারপর ২০১১ সালে মাত্র ২০ জন সহযোগী নিয়ে সংগ্রাম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: গঠন করেন। সমিতিটি ২০১২ সালে সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সেই থেকে আজও তিনি সমবায়ের অগ্রযাত্রায় অবদান রেখে চলেছেন। তিনি সমিতির সুদিন দুর্দিন তথা চড়াই-উৎরাইয়ের সাথে আছেন।

সমবায় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা স্বরুপ তিনি নিয়মিত সমবায়ের সুফল প্রচার করেন,সমবায় দপ্তরের সাথে একান্ত হয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমিতিতে বেশি বেশি সঞ্চয় করে অন্যদেরকে বেশি সঞ্চয় জমা রাখতে উৎসাহিত করেন।

তাঁর সমিতে নিবন্ধনের পর হতে, কোন মামলার উদ্ভব না হওয়ায় তিনি কোন মামলাল বাদী অথবা বিবাদী হননি। তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোন অভিযোগও উত্থাপিত হয়নি।

শেখপাড়া রকি বহুমুখী সমবায় সমিতি লি: এর প্রতিবেদন ।

ভূমিকা : খুলনা কুষ্টিয়া মহাসড়কের পাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন উপজেলা সদর হতে ১৫ কিঃমিঃ পশ্চিমে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া এলাকার নারী পুরুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় শেখপাড়া রকি বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয় । যা সমবায় বিভাগ হতে ০৫/০৫/২০০৯ খ্রি: তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং-০৭/ঝি । নিবন্ধিত ঠিকানা :গ্রাম: শেখপাড়া ডাক: বসন্তপুর, উপজেলা: শৈলকুপা জেলা: ঝিনাইদহ । এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা ১নং ত্রিবেনী ,২নং মির্জাপুর ৩নং দিগনগর ও ৫নং কাঁচেরকোল ইউনিয়ন ব্যাপী । এ সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা । সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। গঠিত এ মূলধন সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরন এবং বিতরনকৃত ঋণ থেকে মুনাফা আদায় করে চক্রাকারে উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনে বিনিয়োগকরন মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ।

এ সমিতির মূল কাযক্রম ও লক্ষ্য হলো এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কাযক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সমূহ বাজারজাত করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা । এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে সুযোগ দানের মাধ্যমে সদস্যদের সচেতনা সৃষ্টিসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সমিতির উদ্দেশ্য

- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র বিমোচনে স্ব-কর্মসংস্থানমুলক উদ্যোগসমুহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা ।
- বেকারত্ব দুরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- নিরক্ষতা দূরীকরণে অবদান রাখা।
- আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করিতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- সমবায়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাযকর অবদান রাখা।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদান করা ।
- সমাজ কল্যানমূলক কাযক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ।

- নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কাযক্রম পরিচালনা করা।
- ভোগ্য পণ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরন করা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ন্যায্য মূল্যের দোকান ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপন করা।

সমিতির বর্তমান মূলকাযক্রমঃ

সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকার পরিবারের সদস্যদেরকে এ সমিতিতে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুঁজিগঠনসহ ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচীঃ
সদস্যের সংখ্যা বিভিন্ন কর্মসূচী এ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে সদস্যর সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে অর্থ্যাৎ ৩০/০৬/২৩ খ্রি: তারিখ পযন্ত
এ সমিতির সদস্যর সংখ্যা ৮২৩ জন । যার মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন ও মহিলা ৭৮৫জন । এই সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রয়েছে। যথা

১। সঞ্চয় জমা কর্মসূচী
২। গরু মোটা তাজা করণ কর্মসূচী
৩। হাঁস মুরগিপালন কর্মসুচী
৪। ন্যায্যমূল্য সদস্যদের মধ্যে পন্য বিতরন।

কার্যক্রমের বর্ণনা:

শুরুতেই এ সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা । আর সে লক্ষ্যেই এ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এ সমিতিতে কার্যকরী মুলধনের পরিমাণ ২৮২১০০৪০/-টাকা। এবং গঠিত এ মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

চিত্র: ক্ষুদ্র ঋণ আদায়

কিভাবে সফল হলো তার বর্ণনা:

এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের ঋণ দিয়ে গরু ও ছাগল পালনে উদ্বদ্ধ করে। পরবর্তীতে উৎপাদিত গরু ও ছাগলের মাংশ স্থানীয় বাজারে ব্যাপক হারে চাহিদা বৃদ্ধি পায় । বাজারজাত করে এ সমিতি ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। এর প্রেক্ষিতে সমিতিতে উল্লেখ যোগ্য হারে পুঁজি গঠন হয়। ফলে সদস্যদের নিকট হতে ঋণ আদায়ে অনেকটা সহজতর হয়।

লভ্যাংশ বিতরণ অডিটফি ও সিডিএফ আদায়:

এ সমিতিতে প্রতিবছর ব্যায়ের তুলনায় আয় বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরন না করে পুজি গঠনের জন্য সদস্যদের নামীয় সঞ্চয়ের সাথে যোগ করে সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি করা হয় । সদস্যদের মধ্যে বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ বিতরন করে থাকে। এছাড়াও সমবায় সমিতি আইন,(সংশোধন)২০২৩ এ ধারা-৩৪(১)(গ) এবং বিধিমালা,২০২৪ এর বিধি-৮৪(২) মোতাবেক ধাযর্কৃত সিডিএফ যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকে।

এ সমিতির অডিট বর্ষভিত্তিক অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধের বিবরণী নিম্নরুপ

অর্থ বছর	অডিট ফি পরিশোধের পরিমান	সিডিএফ পরিশোধের পরিমাণ
২০১৯-২০২০	৬২৬০.০০	১৮৭৭.০০
২০২০-২০২১	৬১৬০.০০	১৮৫০.০০
২০২১-২০২২	৫৪৩০.০০	১৬২৭.০০
২০২২-২০২৩	১০০০০.০০	৩৯৭৪.০০

অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ

এ সমিতি সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী প্রতি সমবায় বর্ষে নিরীক্ষা সম্পাদন করে থাকে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্যঃ

এ সমিতির নামীয় একটি ব্যাংক হিসাব আছে। সম্পাদকের তথ্য অনুযায়ী উক্ত ব্যাংক হিসাব শুধুমাত্র সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নিম্নে ব্যাংকের নাম, শাখা,হিসাব নং ও স্থিতির পরিমান উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	শাখা	হিসাব নং	৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে স্থিতি (টাকা)
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ	শেখপাড়া বাজার শাখা,শৈলকুপা,ঝিনাইদহ।	২৪২৩২০১০১১৬৬৮	১১০৬.০০

কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ

এসমিতর মাধ্যমে এলাকার নারী-পুরুষ সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে সমপৃক্তকরণে ভুমিকা রেখে চলেছে। এসমিতিতে সরাসরি চাকুরিরত আছে ০৯ (নয়) জন কর্মকর্তা কর্মচারী। এছাড়া এ সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে গুরু,ছাগল পালন ও ব্যবসায় করে স্বাবলম্বী হয়েছে প্রায় ১০০ (একশত) এর বেশী নারী পুরুষ।

সেবামুলক কার্যক্রমঃ

এ সমিতির সদস্যদের বিশেষতঃ সভাপতির আন্তরিকতা,উদ্যোগ ও মানবিকতার কারনে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবা মুলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভুমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ

ক) মানবিক সহায়তা প্রদান।

খ) করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন সচেতনামুলক কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

গ) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গ্রহণ

৪) নারী নিযাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ রোধ,নারী ও শিশু পাচার রোধ,যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ।